হিরণ্ময় বৃষ্টি

ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ

রাতের আঁধার তখনও কাটেনি, চারপাশ অস্বচ্ছ-সেই প্রভাতী সময়ের সঙ্গে যুগলবন্দি হয়ে অঝোর ধারায় নামল বৃষ্টি।

রমলা বিছানায় শুয়ে শুয়েই অনুভব করে ভেজা ভেজা প্রাক-সকালের মাদকতা, নতুন করে দু চোখ জুড়ে নামে ঘুম। পর মুহূর্তেই মগডড চৈতন্যে দোদুল দোলা দেয় ওর গৃহিণী মন। মিছিলের মতো একের পর এক কাজগুলো রমলার অলস মন আর শরীরকে জাগিয়ে দেয়।

ঘরের খুঁটিনাটি কাজ গুছিয়ে অফিসে যাবার পথে মেয়েকে কলেজের গেটে নামিয়ে দেয়া-এসব রোজকার কাজ আছেই, এ ছাড়া ফ্যানের সুইচ অফ করা, গ্যাসের চুলা বন্ধ করা, দরজা ঠিকঠাকমতো লক করা। এসব ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না হলে অফিসে যেয়ে মনোযোগ দিয়ে একেবারেই কাজ করতে পারে না সে।

পিনাকী একটি কাজও ছুঁয়ে দেখে না। একেবারেই মুক্ত পুরুষ সে। সংসার করছে ও, কিন্তু পারিবারিক বন্ধনে সে একেবারে জড়ায়নি। বরং রিমঝিমকে মা কলেজের গেটে নামিয়ে দেবে ব্যাপারটি একেবারে পছন্দ করে না সে। তপ্ত মুখে বলে, মেয়ে আমার সাফিসিয়েন্টলি গ্রোন আপ, কলেজে পড়ছে-ওকে কলেজে তোমার নামিয়ে দিতে হবে কেন?

নিপুণ ও ত্বরিত হাতে প্রাত্যহিক কাজ গুছিয়ে নিতে নিতে রমলা জবাব দেয়, ও তুমি বুঝবে না-বুঝব না মানে? কী এমন জটিল ব্যাপার শুনি? হালকা বোল চালে অভ্যস্ত পিনাকী, অথচ রমলা বার তিনেক কারণটি বলেছে ওকে-কেন রিমঝিমকে সঙ্গে নিয়ে কলেজ পৌঁছে দিতে হয়। পিনাকী গম্ভীর গলায় বলে, ওকে পারসোনালিটি গ্রো করতে দাও।

এলাকার দুর্দান্ত এক মাস্তান বেশ কিছুদিন থেকে পিছু নিয়েছে মেয়ের। এলোমেলো লম্বা চুল গার্ডার দিয়ে বাঁধা, হাতে বালা, কানে দুল, হিপ পকেটে কঙ্কালের মুখ আঁকা। ওর লালচে চোখের দিকে তাকালে সারা শরীর শিউরে ওঠে রমলার।

অফিসের পোশাক পরে টাই বাঁধতে বাঁধতে পিনাকী বলে, ও দ্যাট স্কাউন্ড্রেল? ও ব্যাটা করবে কি শুনি?

পিনাকীর এই গোঁয়ার্তুমি দেখতে অভ্যস্ত রমলা। সে নিজেও জানে হাতে গোনা এই কটা মাস্তান গোটা এলাকাকে টেরোরাইজ করে রেখেছে। তবু কি এক অদৃশ্য অহমিকায় সাংঘাতিক সব ব্যাপার-স্যাপারকে সে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়।

অথচ ছোটখাটো কোনো ঘটনা ঘটলে কিংবা পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ হলে পিনাকী বলে ওঠে, মা খেয়াল করলে তো? কিংবা আমড়া গাছে কি আম ফলে।

এ ধরনের কথার তীরে রমলা কষ্ট পাবে, বুকের ভেতরটা বিক্ষত হবে, এসব বিন্দুমাত্র চিন্তাভাবনা পিনাকীর মগজে নেই। সে সংসারের শীর্ষাসনে বসে আছে।

সংসারে থেকেও একেবারেই মুক্ত পুরুষ সে। পরিবারের ঝুট-ঝামেলা সামলাবার জন্য রমলা তো রয়েছেই। মেয়েদের কাজই তো সংসার সামলানো, সন্তান লালন-পালন করা। স্বচ্ছন্দে তাই বলতে পারল, অফিসে আজ বোর্ড মিটিং। আমি

কিভাবে রিমিকে পৌঁছে দেব?

নিচে গাড়ির হর্ন বেজে ওঠে। তরতর করে পিনাকী নিচে নেমে যায়, হাতে ফোলিও ব্যাগ। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পলকে তাই দেখল রমলা। মনে মনে ভাবে-আমারও অফিস আছে। বস কোনো দিনও এতটুকু ছাড় দেয় না। নটা বেজে শুধু সাত মিনিট হলে হাজিরা খাতায় লাল কালির দাগ পড়ে। ট্রাফিক জ্যাম, মেয়ের পরীক্ষা, নিজের শরীর খারাপ-কিছুই কানে তোলেননা ওমর স্যার।

রাস্তায় জ্যাম? তো কী হয়েছে? এক ঘন্টা আগে রওনা দেবেন। মেয়ের পরীক্ষা তো আপনি কী করবেন? আপনিও কি পরীক্ষা দেবেন নাকি? নো এক্সকিউজ প্লিজ, মাই ড ইট, লেডিজ ফার্স্ট বলে আমার কাছে সুবিধে নিতে আসবেন না তো।

রিনা-ডালিয়া ওরা ফিসফিস করে জবাব দিতেই থাকে। আরে ব্যাটা তোর কাছে সুবিধে চাইছে কি? ঘরে-বাইরে দু জায়গা সামাল দিতে দিতে আমাদের যে প্রাণান্তকর অবস্থা সে তুই দেখবি না? হার্টলেস নাম্বার ওয়ান।

অফিসের বসের কথা মনে হতেই শরীরটা গ্লানিতে ভরে যায়। কোনোরকমে মেয়েকে কলেজের গেটে নামিয়ে রিকশাওয়ালাকে রমলা বলে, জোরে চালাও তো।

স্বার্থপর স্বামীর নির্মম ব্যবহারের কথা মনে করতে করতে কবিতার কিছু পঙক্তি মনে আঘাত হানতে থাকে। কবির নাম মনে নেই, কিন্তু লাইনগুলো স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

'অনেক রাতে যখন বাড়ি ফিরে আসব। তুমি আমাকে দেরিতে ফেরার জন্য বকবে না। সংসারের কোনো কথা বলে বিভ্রান্ত করবে না। এমনকি কেমন আছ বলার দরকার নেই।'

কবিতার লাইনগুলো রমলার দু চোখ ভিজিয়ে দেয়। নিজের টেবিলে বসে ধাতস্থ হতে গিয়ে সময় লাগে ওর। রিনা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করে, তোমার কী হয়েছে রমলাদি? চোখ লাল, কেঁদেছ নাকি? এমন মর্মিড হয়ে আছই বা কেন? দেরির জন্য ওমর স্যার কিছু বলেছেন নাকি?

এবার হেসে ফেলে রমলা।

-সেসব কিছু নয় রিনা। ওমর স্যার তো সব সময়ই বলেন, উনার কিছু না বলাই বরং অস্বাভাবিক ব্যাপার। বুশরা বলে, বখতিয়ার খিলজি আর কি। বকে বকেই মানুষটা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

রমলা বলে, আমার অফিসেও ওমর স্যার, বাড়িতেও ওমর স্যার।

রিনা চোখ কপালে তুলে বলে, বাড়িতেও ওমর স্যার? সে কে? তোমার স্বামী নাকি? পিনাকী দা?

কী যে বলো।

রিনা হা হা করে প্রাণখুলে হাসে।

রমলা মলিন মুখে বলে, একদম হাসবে না রিনা।

দুয়ের চাপে আমার প্রাণান্তকর অবস্থা, একেবারে স্যান্ডউইচের স্টাফিংয়ের মতো।

বুশরা কহুস্বরে মমতা মাখিয়ে বলে, এত ভেব না রমলাদি। মেয়ে কথা শুনছে না, তাই এত মন খারাপ? এডোলেন্স পিরিয়ড তো, এজন্য চিন্তা করার কিছু নেই, আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। আর স্বামীরা তো এমনই হয়।

ফাইলে চোখ রেখে চুপচাপ বসে থাকে রমলা। মনে মনে বলে, স্বামীর নিষ্ঠুরতা তো আছেই, মেয়েটাও দিনে দিনে উদ্ধত, দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে। ঠিক আছে, বুশরা সত্যি বলেছে-এ বয়সে এমন হয়ে থাকে। শাসন-বারণ মানতে চায় না। মা হয়ে এসব ও বোঝে, রমলা তো অবুঝ নয়। সবচেয়ে ওর খারাপ লাগে, এত শ্রমের পরও সংসারে ওর কোনো ভূমিকা নেই। কথায় কথায় স্টুপিড, ইডিয়েট আর রাবিশ বলা পিনাকীর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি স্বাদু পঞ্চব্যঞ্জন রাঁধব, যখনই ঘরে ফিরে আসবে স্বামী ও সন্তান, তখনই হাসিমুখে দরজা খুলে দিতে হবে। আমি কে রোবট? আমি কি যন্ত্রপুতুল?

ক্ষোভে-দুঃখে বুকের ভেতরটাকে যখন ভাঙচুর চলতে থাকে, এমন একদিনে ওর দাদা মাল্যবান এল। বলল, তুই কি কোনো খোঁজখবর রাখিস নারে পিনাকীর? বাইরে যে ও যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছে।

-কেন কী হয়েছে?

বউ দীপিকা বলে, পিনাকীদের পরনারী থম্ব্রোসিস অসুখটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আজকাল। একটু খেয়াল রাখতে হয় রমু। মাথা নিচু করে, অনেকক্ষণ বসে থাকে রমলা। বিয়ের পর থেকেই এসব উড়ো খবরে বিপর্যস্ত হয়েছে সে, লজ্জায় মুখ ঢেকেছে অনেকবার। কিন্তু এখন বয়স হয়েছে, মেয়ে বড় হচ্ছে-সংসারে যদি রুচি-স্নিগ্ধ পরিবেশ না থাকে সন্তানের ওপর কি এর প্রভাব পড়বে না? দাদা-বৌদি চলে যাবার পরও বুকের দহন কমেনি, বরং পুড়ে পুড়ে ছাই হতে থাকে।

আবছা কথাবার্তা শুনে মেয়ে বলে, খবরদার মা, মামা-মামীকে এ বাড়িতে আসতে মানা করে দিও, যা তা বলবে বাবার সম্পর্কে? বাবা অফিস-এক্সিকিউটিভ, অনেকের সঙ্গে ওর ওঠাবসা হতেই পারে, কফি হাউজে যেতে পরে, তাকে বাজে ধারণা করা ঠিক নয়। এত মিন-মাইন্ডেড তোমরা!

পিনাকীর অদৃশ্য মমতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে মেয়ে, বাবার সবকিছুই ভালো। বাবা ওর কাছে আইডল! কিন্তু রমলা জানে, পিনাকী মুখোশ পরা মানুষ বৈ আর কিছু নয়।

ঠিক আছে, স্ত্রী হিসেবে অনেকের জীবনই তো সার্থক হয় না, রিমঝিমের মা হিসেবে যদি জীবন সফল হয় সেও তো এক ধরনের বিজয়। কিন্তু মুড়িমুড়কির মতো সে ধারণা আস্তে আস্তে মিইয়ে যায় রমলার। নিজের বুকের ভেতর সযত্নে যে স্নিগ্ধ ও সজল পৃথিবী লালন করেছে সে তা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে মেয়ের জীবনে, তা আর হলো কই? গভীরতা নেই, জীবনাবোধ নেই-পলকা হাওয়ায় ভেসে যেতেই ভালোবাসতে শিখেছে মেয়ে। ঠিক আছে, রমলা জীবনের সঙ্গে বারবার অ্যাডজাস্ট করতে চেয়েছে, সব বৈপরীত্য মেনে নিয়েছে। ভেবেছে-সবার মেণ্টাল স্ট্রাকচার তো একরকম হবার কথা নয়। মেয়ের চিত্ত-চঞ্চল্য রয়েছে, বয়স হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

গোটা ফ্ল্যাট কাঁপিয়ে মিউজিক শোনা এ এক অদ্ভুত যন্ত্রণা। মেলোডি নেই, সুরের কোমলতা নেই, অ্যারোমা নেই-শুধুই শোরগোল।

বন্ধ করো, বন্ধ করো রিমঝিম। বাবলি, শুনছো? চোখ পাকিয়ে মেয়ে বলে, অসুবিধাটা কিসে শুনি? শুধু শাসন আর শাসন, ডিজগাসটিং।

বেশ কিছুদিন থেকে মেয়ে মগডড কম্পিউটার নিয়ে। বাবার কাছে মেয়ে আবদার করেছে ইন্টারনেট সংযোগের জন্য। রিমিকে অদেয় কিছুই নেই ওর। আজকাল গানের জগৎ থেকে কিছুটা সরে এসেছে ও, কম্পিউটার ওর ধ্যান ও প্রাণ। প্রথম রমলা ভেবেছে, বেশ ভালোই তো!

চুপচাপ বসে বোতাম টেপে, মাউজে ক্লিক করে নিজের নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যায় রিমি। পরিতক্সপ্ত পিনাকী বলে, আমেরিকাতে কিছুদিন আগে এক সার্ভে হয়েছিল রমলা। সেখানে বুড়ো-বুড়িরা ওষুধের পক্ষে রায় দিয়েছে, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা কম্পিউটারের পক্ষে ভোট দিয়েছে। ই-মেইল চেক করা ছাড়াও ঘন্টার পর ঘন্টাও চ্যাটিং করতে বসে। খুশি খুশি গলায় স্বাগত উক্তি করে, ওয়াও, চ্যাটিং ইজ সো থ্রিলিং।

মেয়ের এই মগডডতা, অপ্রতিরোধ্য মোহ, চোখের ঘোর দেখে দেখে রমলা অসহায় গলায় বলে,

-আমার ভালো লাগে না এসব।

মেয়েকে নিয়ে স্বপ্নের ঠাসবুননে কোথায় যেন সুতো ঢিলে হয়ে যায়।

পিনাকী বিরক্ত হয়ে বলে, কি ভালো লাগে না তোমার? রিমি বাইরে আড্ডা মারতে যাচ্ছে না, বয়ফ্রে ন্ডকে নিয়ে কফি হাউজে যাচ্ছে না-তাহলে তোমার এত ভাবনা কিসের শুনি?

-মেয়ের জন্য আমি ভাবব না? বলছ কি তুমি? মার্গারেট থ্যাচার ওর ছেলের জন্য ভাবেননি। ছেলে মার্ক থ্যাচার স্পোর্টস করে র‍্যালি চলার সময় সাহারা মরুভূমিতে হারিয়ে গেলে উনিও তো কাণ্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। ভেবে দ্যাখো, তখন উনি প্রধানমন্ত্রী, লৌহমানবীও সন্তানের জন্য ভাবেন।

-ওহ্ হোয়াট আ ক্লাসিক একজামপল।

অপমানে রমলার চোখ ভিজে যায়। ওকে কি একেবারেই বোকা ভাবে পিনাকী? দু মিনিটের সুযোগ পেলেই মেয়ে কম্পিউটারের সামনে বসে যায়। অপ্রতিরোধ্য এক আকর্ষণে মেতে থাকে রিমঝিম। রমলা কম্পিউটার চালনায় দক্ষ না হলেও অফিসের কাজে যন্ত্রটি ব্যবহার করতে হয়। চ্যাটিংয়ের মাধ্যমে সময়ে অসময়ে পৃথিবীর যেকোনো মানুষের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব স্থাপন করা সহজতর, এ কথা রমলা ভালো করেই জানে। আধুনিক জীবনের সঙ্গে যন্ত্রটি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এতে জ্ঞান বাড়ে, কত অজানা জিনিস পলকে জানা যায়। মাউসে ক্লিস করে একমাত্র মেয়ে রিমঝিম। পড়াশোনায় ভালো করবে সে-বুয়েট কিংবা মেডিকেলে পড়বে, এমন একটি স্বপ্ন লালন করেছে রমলা।

পত্রিকায় বিদেশের খবর লিখেছে-মাইক্রোসফট এমএসএন চ্যাটরুম বন্ধ করে দিচ্ছে। সে তো আর এমনি এমনি নয়। কম্পিউটারে ও প্রোগ্রামিং করুক, ডিজাইন আঁকুক, ইন্টারনেটে আজকাল কত কিছুই করা যায়-তা নয়, চ্যাটিং এখন দারুণ নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রৌঢ় এক মানুষের সঙ্গে রোমান্টিক ও মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলেছে বাবলি। নিষিদ্ধ এই আকর্ষণে আকহু ডুবে আছে মেয়ে।

বারবার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠছে রমলার-সব স্বপ্ন ভেঙে চুরচুর হয়ে গেলে যেমন হয়, তেমনই বুকের ভেতরটা ভীষণ ফাঁকা লাগছে।

আশ্বিন মাস, শরতের ছিটেফোঁটাও চোখে পড়ছে না। মনে হয় চারপাশে নিঝুম বর্ষা নেমেছে। বিষণডড এই সন্ধ্যায় স্বামীর অবিশ্বস্ততা, প্রভুত্ব, অধিকারবোধের মায়াজাল একসঙ্গে যেন আগ্রাসী হা করে রমলাকে গিলে খেতে চাইছে।

মাকে এতটা আপসেট কখনো দেখেনি রিমঝিম। একটুতেই যে মা কিশোরীর মতো কান্নায় ভেঙে পড়েন। রেগেমেগে ঘন্টা দেড়েক বকুনির ঝড় তোলে আজ একেবারেই চুপচাপ। মা কি ভাবছে-স্ত্রী হিসেবে অসুখী রমলা মা হিসেবেও একেবারেই বিকল?

রিমঝিম বলে, চ্যাটিং একটা টাইমপাস, আর কিছুই নয়। তুমি নিজে করে দ্যাখো, দারুণ থ্রিলিং ব্যাপার।

রমলা বোঝে, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যে স্বপ্ন সে লালন করেছে-তা পরিপূর্ণ করার দায়িত্ব স্বামী-সন্তানের নয়। যার যার মেণ্টাল স্ট্রাকচারের গতিতে নিজে সে এগিয়ে যায়। তবু অবুঝ কিশোরীর মতো চল্লিশোত্তীর্ণ রমলার কান্না পায়। আমি যে এত দিন শুধু তোমাদের জড়িয়ে রেখেছি, আঁকড়ে থেকেছি তোমাদের দুজনকেই। এই সংসারে চৌহদ্দি, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়া কিছুই আর আমার প্রিয় নেই। তাহলে রমলার বুক ভেঙে যাবে না কেন? কেন নামবে না অঝোর কান্না?

-কিরে রিমি, তোর মায়ের কি হলো রে? শুনছ বাবলি? কী হয়েছে তোমার মায়ের?

মেয়ে চেঁচিয়ে বলে, কিছু হয়নি তো।

রমলা স্বরচিত ভাবনায় ডুবে থাকে। এবার আমি শুধু নিজের কথা ভাবব। আর কারো কথা নয়। বৃষ্টির দিন, আকাশ-নীল রঙ জমিনে লতা-পাতা ফুল আঁকা জর্জেট শাড়িটি পরতে দু মিনিটও সময় লাগে না রমলার।

দরজা খুলতেই অবাক হয় পিনাকী।

-কি করছটা কী? যাচ্ছ কোথায়?

রিমঝিম হাত টেনে রাখে, পাগল হলে নাকি মা? গম্ভীর মুখে রমলা বলে, ছাড়ো তো রিমি। হাতে রঙিন ছাতা, গায়ে বহুদিন আগে শখ করে কেনা গাঢ় নীল রঙের বর্ষাতিটা গায়ে চড়িয়ে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে রমলা।

লালিত স্বপ্ন ভেঙে গেলে বুঝি এমনই নয়। চেনা পরিবেশ, বুকের কাছের মানুষগুলোর কাছ থেকে যোজন যোজন দূরে চলে যেতে ইচ্ছে করে।

অঝোর সন্ধ্যায় গ্রীন রোডের চারতলা ফ্ল্যাটের দরজা খুলে যায়। রিনা-বুশরা আর মণি তিনজন ওকে দেখে হে হে শুরু করে। অফিস কলিগ তিনজন মিলে রিনার আন্টির ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে একসঙ্গে তাকে। আরে এসো এসো রমলাদি, ওয়েলকাম, সুস্বাগতম। মণি গান ধরে,

এসেছ কি হেথা তুমি

পথ তব ভুলিয়া-

রিনা মৃদু সুরে বলে, তুমি কাঁদছ রমলাদি? কী হয়েছে তোমার?

চোখের কোল ওড়নায় মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, ওকি বৃষ্টি না চোখের পানি, ঠিক করে বল তো। অনেকটা সময় ধরে কাঁদে রমলা। বুশরা পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, রবীন্দ্রনাথও কি কম দুঃখ পেয়েছেন? সন্তান শোক পেয়েছেন

বারবার-তবুও তো বলতে পেরেছেন, সহানুভূতিতে বুকের ভেতরটা ভরে যায় রমলার। বৃষ্টিভেজা রাতটা খুব সুন্দর হয়ে উঠেছে। এমন রাতকেই কি মিউজিক্যাল নাইট বলে? সত্যিই তো, অসীম দুঃখে বুক ভেঙে গেলেও রবীন্দ্রনাথ তক্তপ্ত ও স্মিত মুখে বলেছেন-যা পেয়েছি এর তুলনা নেই। পিনাকীর সব কিছুই ডোণ্ট কেয়ার ভাব রয়েছে। রমলা যদি রাগ করে এক রাতে বের হয়ে যায় (একুশ বছরের যুগলজীবনে যা সে কোনোদিন করেনি) এতে ভাবনার কি আছে? শিকল বাঁধা পা, ওকে ঘরে ফিরে আসতেই হবে।

পাখি সোনার খাঁচায় থেকে থেকে উড়ে যাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, আকাশের নীলের দিকে তাকিয়ে সে ডানা ঝাপটায়, রঙের সাগরে হাবুডুবু খেতে চায়, কিন্তু ক্লান্ত ডানায় সে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে। নিজের স্ত্রীকে ডাকে পিনাকী, সেও খাঁচায় থাকা ডানা-ভাঙা পাখির মতো। বরং স্ত্রীবিহীন একটা রাত এনজয় করা যাক।

-বাবলি, বাবলি?

রিমঝিমকে বাবা আদর করে এ নামেই ডাকে।

-কি বাপি?

-আয় আয়, আমরা দুজনে আজ খিচুড়ি রাঁধি। দুজনে মিলে কৌটা-শিশি খুঁজে খুঁজে হয়রান। কোথায় ধনে-জিরে-হলুদ গুঁড়ো? কোথায় এলাচি-দারুচিনি তেজপাতা? গলদঘর্ম হয়ে দুজনে যখন সবকিছু গুছিয়ে ওঠে তখন রাত নটা।

ক্লান্ত হয়ে রিমঝিম জিজ্ঞেস করে, মা হয়তো রাতেই ফিরে আসবে, কি বলো বাপি?

-অফকোর্স! যাবে আর কোথায়? ওই যে কথায় আছে না, ঘর কা মুরগি ডাল বরাবর।

বাবা-মেয়ে দুজনেই খুব হাসে, ভিজে শাড়িতে একসা হয়ে যেকোনো মুহূর্তে রমলা চলে আসতে পারে। ডোরবেল বাজলে পিনাকী দুহাত বাড়িয়ে বলবে, আসুন আসুন মিসেস রমলা দেবী। কোথায় যাওয়া হয়েছিল শুনি? শুধু শুধু ভিজে একসা হলে কেন?

স্বরচিত কল্পনায় দৃশ্যটি ভেবে মনেমনে একচোট হেসে নেয় পিনাকী।

চাল-ডাল ডেকচিতে টগবগ করে ফুটছে। বাহ্ খিচুড়ি রাঁধা তো বেশ সহজ। তবে কিছুটা ভাবনায় পড়ে মেয়ে, মা অল্প অল্প পানির ছিটে দিয়ে ঢেকে ঢেকে পোলাও-এর মতো করে যেমন রাঁধে, কই সে রকম তো হলো না। রাঁধা কি এনই কঠিন ব্যাপার, গালে হাত দিয়ে অসহায়ের মতো রিমঝিম বলে।

-খিচুড়িতে মা অল্প করে পানি দেয় বাপি। তুমি তো এক জগ ঢেলে দিয়েছ।

বিব্রত মুখে মাথা চুলকাতে থাকে পিনাকী। দিয়েছি নাকি? কি জানি! তা হোক, যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন।

রিমঝিম বলে, ধ্যাৎ বাপী, মায়ের মতো কিন্তু একেবারেই হচ্ছে না।

অসহায় চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে পিনাকী বলে, তাতে কিরে বাবলি? খেতে বেশ অন্যরকম হবে, কী বলিস।

মুঠোভর্তি এলাচি-দারুচিনি-কিশমিশের সুগন্ধে কিচেন ভরে উঠেছে। লোভনীয় এই সুরভির সঙ্গে দুকান পেতে থাকে বাবা-মেয়ে, রমলার পায়ের আওয়াজ শোনার আশায়।

ও আর যাবে কোথায়? এমন ভাবনাই পিনাকীর মগজে খেলা করতে থাকে। সবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা, চলতি কথায় যাকে পিআর বলে-সেটা কোনোদিনই রপ্ত করতে পারেনি সে। স্বামী-সন্তান-সংসার আর চাকরি-এই চার-এর আবর্তে ঘূর্ণিপাক খেতে খেতে পরিতক্সপ্ত হয়েছে সে।

এমন চরিত্রের যে রমণী, সে আর যাবে কোথায়? কত দূরে যেতে পারে সে? ও তো এ পরিবারে অবিচ্ছেদ্য অংশ, সে ফিরে এলে পরিবারটি আবার ছন্দময় হয়ে উঠবে। খুশির এই ভাবনায় মশগুল হয়ে থাকে পিনাকী।

অসীম অধিকারবোধে অন্ধ স্বামী, অল্প বয়সী বোকা মেয়ে রিমঝিম, যাকে মা আদর করে বাবলি বলে ডাকে-দুজনের কেউই জানে না, গ্রীন রোডের জ্যামিতিক নকশা করা দৃষ্টিনন্দন আনকোরা ফ্ল্যাটের কাচঘেরা জানালায় মুখ রেখে বসে আছে রমলা।

রাত বাড়ছে। ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে নিজেও সে কম অবাক হচ্ছে না। মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে সে নিজের বাড়িতে ছিল। নিজের হাতে গোছানো সংসার, স্বামী-সন্তানকে ছেড়ে চলে আসবে অফিস কলিগদের ডেরায়, তা সে নিজেও কি কোনোদিন ভেবেছে? অথচ তাই সত্যি হলো আজ। এতদিন মনে হয়েছে জীবন আমার ধন্য।

স্ত্রীকে কেমন হতে হবে শাস্ত্রে এর নানা বিশ্লেষণ রয়েছে। ভোজনেষু মাতা, কর্মেষু দাসী, শয়নেষু রম্ভা। এত দিন তাই হতে চেষ্টা করেছে রমলা। আজ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে-কই, স্বামী কেমন হবে, এ কথা তো কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই। এ কথাও লেখা উচিত ছিল।

টিভির জেসমিন তেলের বিজ্ঞাপনের মতো যদি জীবনটা হতো। পুরুষটি বিগলিত হয়ে বলে, বউ ছাড়া যে আমি কিছুই বুঝি না।

পিনাকীর প্রভুত্ব আর পরনারীতে আসক্তি রমলার আতদ্দসম্মানবোধে বড্ড লেগেছে আজ।

‘তোমার প্রাণের সঙ্গে আমার প্রাণ, তোমার অস্থির সঙ্গে আমার অস্থি, তোমার মাংসের সঙ্গে আমার মাংস, তোমার ত্বকের সঙ্গে আমার ত্বক সম্পূর্ণভাবে এক হোক’-বিয়ের এই বিশ্বস্ত মন্ত্র একেবারেই মিথ্যে হয়ে গেল কেন?

নিজের আতদ্দজা সেও যেন বেপথু হয়ে গেল। এবার কার কথা ভাববে সে? কেন-নিজের কথা! কোনোদিনও নিজের কথা সে তো ভাবেনি। এই মুহূর্তে মনে হলো-নিজের কথাও তো ভাবা দরকার।

-কি রমলাদি, কফি খাবে?

জবাবের অপেক্ষা না করে কফি করে আনে রিনা। রমলাকে একা থাকার সুযোগ দিয়ে ওরা অন্য কামরায় চলে যায়। হাতে চায়ের মগ, রমলা ছোট্ট চুমুক দেয় কফিতে। জানালার শার্সি দিয়ে দেখা যাচ্ছে আকাশের মেঘ, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, বিদ্যুতের ঝলমলানি। একসময় চারপাশ আঁধার করে ঝেঁপে বৃষ্টি নামে। এই ঝড়ো বাতাস, অঝোর ধারা বৃষ্টি, সুগন্ধি কফি-রমলার হৃদয়-শিকড়ে যেন মৃত সঞ্জীবনীর কাজ করে।

স্ট্রিট লাইটের আলোয় ঝিলিক দিয়ে ওঠে বৃষ্টিকণা। কই, কোনোদিনও তো এই সহজলভ্য অথচ অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য দেখার

সময় ও সুযোগ মেলেনি।

-এই, একটু চা করো তো, কিংবা পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা-সর্ষের তেল দিয়ে মুড়ি মাখো না।

-মা, গরম গরম আলুর চপ করো না প্লিজ, দারুণ লাগবে বৃষ্টিতে।

আজ কেউ এ কথাগুলো বলবে না। এখন রমলা একা, তবু দুকান ঢেকে বসে থাকে সে। আজ শুধু সঙ্গীত সুধাময় রজনী উপভোগ করবে সে। রমলা এখন পিনাকীর স্ত্রী নয়, রিমঝিমের মা নয়-সে শুধু একজন মানুষ। বন্ধনমুক্ত এক মানুষ; স্বামীর একান্ত অনুগত স্ত্রী নয়, স্নেহ-মমতায় আচ্ছণ্ন জননী নয়। সে শুধুই রমলা। মেয়েমানুষ নয়। শুধুই একজন মানুষ।

ভাবতে ভাবতে অকারণেই চোখ জলে ভরে যায়। ঝাপসা চোখে এক মনে সে অঝোর বৃষ্টির ধারাপাত দেখতে থাকে ।

Courtesy : bangladeshinfo.com